ভোরের কাগজ

তারিখ 03 FEB 1998
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৬

বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে অচলাবস্থা স্থাপত্য বিভাগে কাল থেকে কর্মবিরতি

কাগজ প্রতিবেদক : প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) স্থাপত্য অনুষদে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে সৃষ্ট অচলাবস্থার প্রেক্ষিতে ঐ বিভাগের সকল শিক্ষক কাল বুধবার থেকে কর্মবিরতিতে যাচ্ছেন। গতকাল এ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বুয়েটের উপাচার্য এবং অন্য শিক্ষকদের বৈঠকের পরেও সঙ্কটের সমাধান না হওয়ায় স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা এ ধর্মঘটে যাচ্ছেন বলে জানা যায়।

জানা গেছে, বুয়েটের একাডেমিক কাউন্সিল এ বছর স্থাপত্য বিভাগে ভর্তির আলাদা পরীক্ষা উঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ই ঐ বিভাগের শিক্ষকরা এতে আপত্তি করেন। স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা বলেন, প্রকৌশল বিভাগের মতো পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন এবং গণিতে ভালো নম্বর পাওয়া ছাত্ররা নতুন নিয়মের ফলে স্থাপত্য বিভাগে ভর্তির সুযোগ পাবে। কিন্তু স্থাপত্য মূলত ড্রয়িং ও ডিজাইনভিত্তিক পড়াশুনা। ভর্তি পরীক্ষার সময়ই তাই এ বিভাগের ছাত্রদের শিল্পকলা, ডিজাইন এবং নন্দনতাত্ত্বিক জ্ঞান ও ড্রয়িং দক্ষতা যাচাই করে নেওয়া দরকার। কিন্তু নতুন নিয়মের ভর্তি পরীক্ষায় সে সুযোগ নেই। স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা ভর্তির নতুন পদ্ধতি বাতিল করে আগের মতো আলাদা ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়ে ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে কয়েক দফা চিঠি দিয়েছেন।

বুয়েট সূত্র জানায়, একাডেমিক কাউন্সিলের ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৮ জন স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক। একারণে কেবল সংখ্যায় বেশি হওয়ার কারণে স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকদের মতামতকে উপেক্ষা করে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর প্রতিবাদে এবং আলাদা ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দাবিতে এ বিভাগের শিক্ষকরা ২ ফেব্রুয়ারি থেকে কর্মবিরতির আল্টিমেটাম দেন।

এ প্রেক্ষিতে স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধিদল গতকাল উপাচার্য প্রফেসর ইকবাল মাহমুদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরে বিকেলে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বুয়েটের উপাচার্যসহ শিক্ষকদের একটি বৈঠক করেন। মন্ত্রী সমস্যাটি নিজেদের ভিতরেই সমাধানের জন্য পরামর্শ দেন। তবে এ নিয়ে উপাচার্য নতুন কোনো সিদ্ধান্ত না জানানোয় স্থাপত্য শিক্ষকরা আগামীকাল থেকে তাদের কর্মবিরতি পালন করবেন বলে তারা ভোরের কাগজকে গতরাতে জানান।

স্থাপত্য বিভাগের সকল শিক্ষক এবং বিভাগের কয়েকশ ছাত্রছাত্রী এই দাবির সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিদাতা ছাত্রদের মধ্যে মুজিবুর রহমান, মিরাজুর রহমান, শামসুল হকসহ কয়েকজন জানান, নতুন পদ্ধতিতে বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রী ভর্তি হলেও স্থপতি হওয়ার যোগ্যতা তাদের আছে কিনা তা যাচাই করা যাবে না। তারা জানান, বুয়েটের অধ্যাদেশের ২২ অনুচ্ছেদে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক অনুষদের জন্য আলাদা ভর্তি কমিটি করার কথা থাকলেও এবছর তা করা হয়নি। উপরন্তু স্থাপত্য অনুষদের শিক্ষকদের মতামতকেও উপেক্ষা করা হচ্ছে।

স্থাপত্য অনুষদের শিক্ষক শামসুল ওয়ারেস ভোরের কাগজকে গতরাতে বলেন, আমরা স্থপতি তৈরি করতে চাই। সে জন্য অবশ্যই ভর্তিচ্ছুদের যোগ্যতা যাচাই করতে হবে। তিনি স্থাপত্য অনুষদের ভর্তি পরীক্ষায় ড্রয়িঙের ওপর জোর দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন। প্রফেসর ওয়ারেস বলেন, ৫৫টি আসনের জন্য প্রায় ১ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষা দেয়। স্থপতিদের পেশা ও পড়াশুনার ধরনের কারণেই প্রকৌশল বিভাগ থেকে স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি ভিন্নতর হওয়া উচিত।

এ ব্যাপারে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ গতরাতে ভোরের কাগজকে বলেন, সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হলে আবার আমাদেরকে একাডেমিক কাউন্সিলে যেতে হবে। তবে এখনো পর্যন্ত সে রকম কোনো সম্ভাবনা তিনি দেখছেন না বলে জানান। স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকদের ধর্মঘটে যাওয়ার কথা তিনি জানেন বলেও স্বীকার করেন।